নবুর কলমে

১ম খন্ড

ই-বুক

"কবিতা"

"কবিতা"

ই-বুক

-নবু'র কলমে

১ম খন্ড

প্রকাশকাল

১৫ ই আগষ্ট ২০২৫

লেখক পরিচিতি

বাংলা সাহিত্য জগতের এক সুপরিচিত ও শ্রদ্ধেয় নাম শ্রী নবকুমার চক্রবর্ত্তী, তিনি 'নবু' ও 'সুবর্ণ রুদ্র' ছদ্মনামেও পরিচিত। বাংলা ১৩৪৮ সালের ৫ই আশ্বিন, ইং-২২ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫ জন্মগ্রহণকারী এই গুণী লেখক তার অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে। তার পিতা ছিলেন স্বর্গীয় সুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী এবং মাতা স্বর্গীয় বীনাপানি চক্রবর্ত্তী। স্ত্রী শ্রীমতি শিবানী চক্রবর্ত্তী, কন্যা পূবালী চক্রবর্ত্তী (বিবাহিত) এবং পুত্র নবীন কুমার চক্রবর্ত্তী কে নিয়ে তিনি জন্মাবধি দমদমের রবীন্দ্রনগর (দঃ) এর পৈতৃক বসত বাড়িতে সপরিবারে বসবাস করেন।

কর্মজীবন ও বহুমুখী প্রতিভা

প্রথমে অল্প সময়ের জন্য চাকরিতে যোগ দিলেও পরবর্তীতে তিনি ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন। এর পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার দক্ষতা প্রমাণ করেছেন। ২০০২ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত তিনি সুভাষ নগর কোঅপারেটিভ কেবলের 'সমবায় দর্পণ' চ্যানেলের দায়িত্ব সফলভাবে পরিচালনা করেছেন।

তার চলচ্চিত্র পরিচালনার অভিজ্ঞতাও রয়েছে। ২০০৭ সালে কলকাতা দূরদর্শনের তার তৈরি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি 'বিড়ম্বনা' এবং 'বিপ্রলম্ভ' প্রদর্শিত হয়। এছাড়া, তিনি গ্রামবাংলার চাষীদের জীবন নিয়ে বেশ কিছু ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি -

করেছেন, যা সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের নজর কেড়েছে। ২০১২ সালে ‘ইউ এন ডিপি’র হয়ে দিল্লীর মেট্রো রেলের উপর একটি ডকুমেন্টরি ফিল্ম করেন যা ২০১৩ সালে গোয়া ফিল্ম ফেস্টিভেলে দেখান হয়। দীর্ঘ পাঁচ বছর তিনি নাবার্ড-এর হুগলি জেলার নোডাল এজেন্ট হিসেবেও সম্মানের সাথে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

সাহিত্যিক পথচলা ও সৃষ্টিকর্ম

খুব অল্প বয়স থেকেই শ্রী নবকুমার চক্রবর্ত্তী (-নবু) সাহিত্যচর্চা এবং অঙ্কনের প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। মাত্র ১১-১২ বছর বয়স থেকেই তিনি বাংলা গান, স্বরচিত গানে সুরারোপ, কবিতা এবং ছোট গল্প রচনা করে আসছেন। তার ঝুলিতে প্রায় ৭৬৭টি কবিতা, ছড়া বা গান এবং ৪৫০টিরও বেশি মৌলিক রচনা রয়েছে। বর্তমানে তিনি নিয়মিতভাবে ফেসবুক পেজ ও হোয়াটসঅ্যাপে ছোট গল্প, কবিতা এবং ছড়া প্রকাশ করেন, যা পাঠকদের নজর কেড়েছে। তার সামাজিক গল্প, রম্য রচনা ইত্যাদি গুণীজনদের দ্বারা সমাদৃত হয়েছে।

তিনি 'মনের জানালা' ডিজিটাল পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক এবং 'SCADA'র প্রাক্তন সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। গ্রামীণ অর্গানিক কৃষিতেও তার উদ্ভাবনী দৃষ্টির স্বাক্ষর রেখেছেন।

সাহিত্য প্রকাশনা

শ্রী নবকুমার চক্রবর্ত্তী (-নবু) 'সবুজ স্বপ্ন (আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা)' পাক্ষিক পত্রিকার একজন নিয়মিত এবং সম্মানিত লেখক ও পাঠক। এই পত্রিকায় তাঁর লেখনী নিয়মিত প্রকাশিত হয় এবং পাঠক মহলে তা প্রশংসিত। এই প্রথম তার নিজস্ব একটি ই-বুক 'সবুজ স্বপ্ন' প্রকাশনীর মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে, যা তাঁর বহু বছরের সাহিত্য সাধনার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই নতুন ই-বুক প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর সমৃদ্ধ সাহিত্য ভান্ডার আরও বৃহত্তর পাঠক কুলের কাছে পৌঁছে যাবে বলে আমরা আশাবাদী।

যোগাযোগ:

শ্রী নবকুমার চক্রবর্ত্তী (-নবু) এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে ৯৪৩৩৫৩২১০৬ (WhatsApp) নম্বরে 'Hi' লিখে পাঠাতে পারেন এবং প্রতিদিন নতুন নতুন গল্প ও কবিতার স্বাদ গ্রহণ করতে পারেন।

রঞ্জিত চক্রবর্ত্তী
সম্পাদক, সবুজ স্বপ্ন (NGO)

সূচীপত্র

০১. পার যদি ফিরে এস - ৮
০২. গতকালের কাছে শেখা - ৯
০৩. ব্যর্থ প্রেম যখন শিক্ষক - ১০
০৪. ঘড়ির কাঁটা গোপন কিছু জানে - ১১
০৫. রঙিন কাচের চুড়ি - ১২
০৬. ভাড়াটে ভূতের গপ্পো - ১৩
০৭. তুই আছিস বলেই - ১৪
০৮. আমার তো দুর্ণামও রয়েছে - ১৫
০৯. মোমবাতি ও ভালোবাসা - ১৬
১০. হ্যারিকেনের আলোয় - ১৭
১১. বই ছিল প্রথম প্রেম - ১৮
১২. আড়ালে থেকে দেখা - ১৯
১৩. তোমার চোখে আমি বিষ - ২০
১৪. স্বপ্নে দেখা দেবী - ২১
১৫. যখন মনের ভেতর ঝড় ওঠে - ২২
১৬. নীরব অন্দরমহল - ২৩
১৭. চাহিতে জানিনা আমি - ২৪
১৮. কি হবে বল ডিগ্রিধারি হয়ে - ২৫
১৯. ভঙ্গিতে সংসার - ২৬
২০. ভালোবাসা চাহিতে লাজে মরি - ২৭
২১. ওগো মোর দয়াময় - ২৮

মিষ্টি সকাল
অলংকরণ -নবু

পার যদি ফিরে এস

পার যদি ফিরে এস প্রিয়তমা, ফিরে এসো একবার,
আমি যে বসিয়া আছি, এ হৃদয় তোমায় করে শুধু আকার।

তোমা বিহনে এ জীবন হয়েছে বিস্বাদ, হয়েছে ছারখার,
হৃদয়ে যে ভালোবাসা, তা হয়ে গেছে যেন এক অন্ধকার।

তোমার পদধূলি, যে পথ দিয়ে তুমি চলে গেছো,
সেই পথেই আমার সকল, স্বপ্নরা আজ হয়েছে যে নত।

ফিরে এসো প্রিয়তমা, দাও মোরে সেই হাসি,
নচেৎ এ জীবন হবে শুষ্ক, হবে যে উদাসী।
তোমার বিহনে এ জীবন হবে যে শুধু শূন্য,
ভালোবাসা হবে না আর জীবনে কোনো পূর্ণ।

ফিরে এস প্রিয়তমা, ফিরে এসো একবার,
আমি যে বসিয়া আছি,
এ হৃদয় তোমায় করে হাহাকার।

গতকালের কাছে শেখা

গতকালও তো ছিল এই একই শহর,
একই ভিড়, একই ব্যস্ত ট্রাম।
গতকালও ছিল সেই লোকটার মুখ
যার হাতে ছিল ছেঁড়া বইয়ের নাম।
গতকালও ছিল সেইসব পুরোনো বাড়ি,
আঙিনায় যার হাসে শিউলি ফুল।
গতকালও ছিল একাকী এক নারী,
যে আজও করে একই ভুল।
গতকালও তো শেখায় কত কিছু,
কেমন করে বাঁচতে হয়, হাসতে হয়,
গতকালও তো শেখায় সেইসব মানুষেরা,
যাদের চোখে জল নয়, থাকে বিস্ময়।
গতকালও শেখায় জীবনের মানে,
কেমন করে মিষ্টি হবে সকল,
যদি হাসি লুকিয়ে রাখি মনের গভীরে,
তবে সব বিষাদই হবে নির্মল।

এক মিষ্টি সকাল।

ব্যর্থ প্রেম যখন শিক্ষক

প্রেম তো ছিল এক রঙিন শার্টের মতো,
শহরের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া এক বিকেল।
তবু তার দাগ লেগে থাকে মনে,
যেমন লেগে থাকে নোনা জলের ঢেউ বালির চরে।

প্রেম ছিল এক ছড়ানো বইয়ের পাতা,
যার মাঝে লুকিয়ে ছিল একরাশ পুরোনো দিনের গন্ধ।
তবুও সে শেখায় নিজেকে চেনা,
যেমন শেখায় নতুন সূর্যোদয় অন্ধকারকে।

প্রেমের ব্যর্থতা এক ভাঙা আয়না,
যা শুধু নিজেরই প্রতিচ্ছবি দেখায়।
যেখান থেকে শুরু হয় নতুন পথ চলা,
যে পথ শুধু নিজের জন্যই গড়া।

ব্যর্থ প্রেম তো জীবনের এক নতুন পাঠ,
যেখানে দুঃখ নয়, জন্ম নেয় এক নতুন প্রাণ।
সে শেখায় কেমন করে একা চলতে হয়,
আর কেমন করে ফিরে পেতে হয় নিজেকে।

ঘড়ির কাঁটা গোপন কিছু জানে

একদিন আমার খেলনা ঘুড়িটা উড়ল না—
বাবা বলল, "সবই সময়ের খেলা রে,
পরশু আবার উড়বে।"
সেই পরশুটা আজও আসেনি,
তবু ঘুড়ির রঙ এখনও চোখে লেগে থাকে মাঝে মাঝে।

তোমার সঙ্গে দেখা হতো বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে,
এখন সেই বারান্দায় শুধু কাপড় শুকোয়, আর স্মৃতি।
একটা চায়ের কাপ রেখে যেতাম,
যদি তুমি চুপচাপ এসে বসো—
তুমি আসো না, কাপটাও ভেঙে গেছে,
তবু টেবিলটা খালি না।

ভেবেছিলাম জীবনটা গানে গানে কেটে যাবে,
কিন্তু গান হারিয়ে গেল সিগন্যাল আর ব্যস্ততার শহরে।
এখন খালি মনে হয়—
ঘড়ির কাঁটা গোপন কিছু জানে,
যেটা আমরা কেউই বুঝতে পারি না সময়মতো।
সবই সময়ের খেলা, তাই না?
না হলে তুমি থাকলে আমি হারিয়ে যাই—
এটা কি স্বাভাবিক?

রঙিন কাচের চুড়ি

মা বলতেন, 'ভালোবাসা মানে সেবা করা'—
আর আমি ভাবতাম, তাহলে দিদিমার বেড়ালটা
কেন রোজ দুপুরে আমার বুকে ঘুমায়?
সে তো কিছুই করে না, শুধু গড়গড় শব্দ।

এখন অফিসের লিফটে উঠতে উঠতে মনে হয়,
ভালোবাসা বুঝি সেই পুরনো টিফিন বাক্সটা—
যেখানে মায়ের হাতের গন্ধ এখনও লেগে আছে,
অথচ আমি রোজ ক্যান্টিনে খাই।

পাড়ার মোড়ে চায়ের দোকানে বসে
হঠাৎ দেখি—এক বুড়ো লোক
নিজের চায়ে চিনি না নিয়ে
পাশের ছেলেটার কাপে ঢেলে দিচ্ছে।

ভালোবাসা কি তবে এই চুপচাপ চিনি?
নাকি শৈশবের সেই রঙিন কাচের চুড়ি—
যা ভেঙে গেলেও, হাতে রেখে দিতাম,
কারণ ভাঙা জিনিসেরও তো রঙ থাকে।

ভাড়াটে ভূতের গপ্পো

অনেক ইচ্ছা ছিল রাজবাড়ির বউ হব।
পঙ্খিরাজ ঘোড়া থাকবে, থাকবে মস্ত উঠোন,
আর থাকবে এক ব্রহ্মদৈত্য, খুব ভালো মানুষ গোছের।
স্বপ্ন দেখতাম,
সে নাকি আমায় পুরোনো দিনের গল্প শোনায়।

তার বদলে জুটে গেল এই সাউথ কলকাতার ফ্ল্যাটবাড়িটা,
বরটি আমার রাজা নয়, তবে চাকরি করে,
আর লোক ভালো।
দৈত্য দানব নেই, শুধু আছে ছারপোকা
আর ইলেকট্রিকের বিল।
তবুও মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার সেই ছেলেবেলাটা...

ওই যে কোণের ঘরটা, যেখানে পুরোনো ট্রাঙ্ক রাখা,
ওখানেই বোধহয় আমার সঙ্গে সেও এসে জুটেছে,
আমার সেই রাজবাড়ির ভালোমানুষ ব্রহ্মদৈত্যটা।
রাতে আমার বাসন মাজার শব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলে,
আমি বুঝি,
তারও আজকাল আর এই রাজত্বে মন টেকে না।
রাজপাট জোটেনি, কিন্তু রাজবাড়ির মায়াটা এখনও
আমার এই দু'কামরার সংসারে ভাড়াটে হয়ে আছে।

তুই আছিস বলেই

— মা, তুমি এত চুপচাপ কেন আজ?
— ভাবছিলাম, তোর ছোটবেলায় কেমন ছিল সাজ।
— কি মনে পড়ল বলো তো মা?
— তুই হাঁটতে শিখেছিলি, পড়ে গিয়েও হাসতি হা হা।

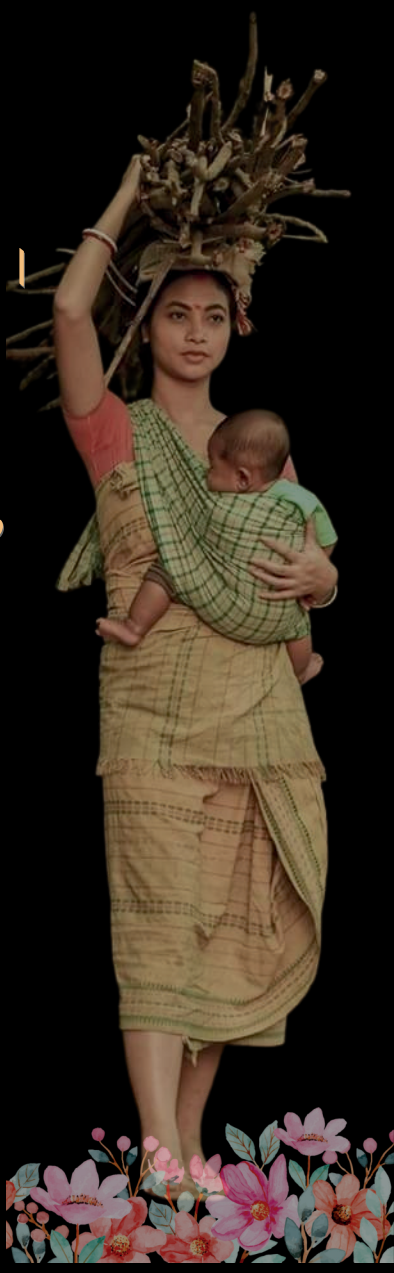

— মা, তখন তুমি বকতে না?
— বকতাম ঠিকই, তবে চোখের জল থাকত চুপচাপ,
পড়তো না।
— সেই খেলনা গাড়িটা কই মা, মনে আছে তোমার?

— রাখিনি, তোর বাবার কাঁধে তুই ছিলি
তার চেয়েও বড় খেলনা আমার।
— মা, তুমি ক্লান্ত হও না এত কাজ করে?
— তুই ফিরে এলেই ক্লান্তি সরে যায়, যায় বুক ভরে।
— আমি না থাকলে কেমন লাগবে তোমার?
— পাখি উড়ে গেলে যেমন ফাঁকা লাগে ঘর সবার।
— মা, আমি তোমার জন্য কি করতে পারি বল?
— শুধু সময় দে একটু, বসে গল্প কর একটু হাসির কথা বল।
— মা, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না, জান তো?

— জানি,
তোর গলায় এই কথাটুকু শুনলেই তো
আমি বাঁচি রে পাগল ছোটা!

*আমার তো দুর্নামও রয়েছে *

লোকে বলে, আমি নাকি অদ্ভুত এক বাতিকগ্রস্ত লোক,
মাঝরাতে হুট করে বেরিয়ে পড়ি, দেখি উড়ন্ত অশোক।
এ পাড়ার সবাই ভালো, সবাই সভ্য, মাপে জোকায় কথা,
আমার উঠোনে শুধু ঝরে পড়ে রাশি রাশি নিশুতি নীরবতা।

লোকে বলে, আমি নাকি মিশতে জানি না, বড়ই অসামাজিক,
আমার ঘরের ভেতর নাকি চলে সারারাত অলীক কারসাজি।
ছেলেটা চাকরি করে, বউমা সিরিয়াল দেখে, সব ঠিকঠাক,
শুধু আমার জন্যই নাকি সংসারে লেগে থাকে
রাজ্যের উটকো ঝামেলা আর হাঁকডাক।

আসলে আমার তো দুর্নামও রয়েছে, হাওয়ায় ভাসে সে কথা,
আমি নাকি দেখি যা কেউ দেখে না, শুনি অবাস্তব যা তা।

ওরা বোঝে না,
এই ভাঙা ছাদের ফোকর দিয়ে যে আকাশ দেখা যায়,
তাতে মাঝেমধ্যে দুটো একটা তারা খসে পড়ে,
আমার একার জন্যেই বোধহয়।

লোকে যা বলে বলুক, আমি তো জানি,
আমার এই দুর্নামের আড়ালে,
একটা আস্ত জোনাকি-পোকা বসা সন্ধ্যা-
লুকিয়ে আছে, গতিহীন ভিরুতায়।

মোমবাতি ও ভালোবাসা

মোমবাতি জ্বলে একা, তার আলোয় ঘর হাসে,
নিজের শরীর পুড়ে সে শুধু আলোই বিলায়।
ভালোবাসাও তো এমন, নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে
অন্যের জীবনে সে শুধু শান্তি নিয়ে আসে-
প্রেমিকের ঘরে।

ভালোবাসা কোনো ফিরতি পাওয়ার আশা করে না,
যেমন মোমবাতি তার গলে যাওয়া নিয়ে ভাবে না।
সে শুধু জ্বলে, পুড়ে যায়, নিঃশেষ হয় ধীরে,
কিন্তু তার শিখা থেকে জন্ম নেয় নতুন ভোর।

ভালোবাসা তো এক নীরব ফল্গু নদীর মতো,
যে নিজের গতিতে বয়ে চলে অবিরাম।
সে শুধু দেয়, বিনিময়ে কিছুই চায় না,
তার গলে যাওয়াতেই যে তার পূর্ণতা।

এই তো ভালোবাসা, এই তো তার নিয়ম,
যেমন মোমবাতি বিলিয়ে দেয় নিজেকে,
সে শেখায় কেমন করে পুড়েও আলোকিত করতে হয়,
অন্যের জীবনকে নতুন করে সাজাতে হয়-
ভালোবাসার পরিপূর্ণ ডালি।

হ্যারিকেনের আলোয়

একদিন ছিল এই শহরের ঘরে ঘরে
হারিকেনের হলুদ আলো, টিমটিমে।
সেই আলোয় কত স্বপ্ন সাজানো হতো,
আর পড়া চলত মৃদু লণ্ঠনের নজরে।

একদিন ছিল সেই মাটির ঘরে
সন্ধেবেলা শঙ্খ বাজত, আর চলত পড়া।
বইয়ের পাতায় কালো অক্ষরগুলো
সেই আলোতে যেন প্রাণ পেত নতুন করে।

সেদিন ছিল না মোবাইলের ব্যস্ততা,
ছিল না কোনো ইন্টারনেটের মোহ।
ছিল শুধু বই আর একাকী মন,
আর একরাশ নীরবতার অনুধাবন।

আজ সব আছে, শুধু সেই রাত নেই,
নেই সেই শান্ত, স্নিগ্ধ অনুভূতি।
হারিকেনের আলোয় জীবন ছিল এক,
আজ জীবনটা শুধু আলোর ভরা স্ফূর্তি।

বই ছিল প্রথম প্রেম

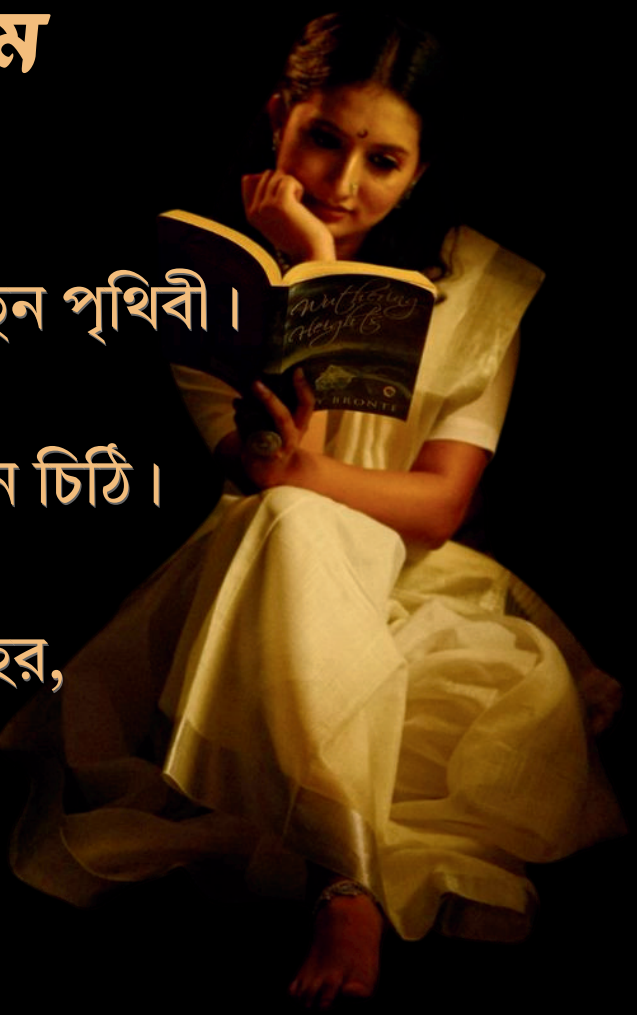

বই ছিল এক মায়াবী দরজা,
যেখান থেকে আমি দেখতাম নতুন পৃথিবী।
প্রথম প্রেম ছিল বইয়ের পাতা,
যার প্রতিটি শব্দ ছিল এক গোপন চিঠি।

সেই বই ছিল না কোনো ব্যস্ত শহর,
সে ছিল এক শান্ত নদীর মতো।
শব্দরা ছিল তার ঢেউ,
আর গল্প ছিল তার গভীরতা।

বই পড়া ছিল একাকী পথচলা,
নিজের মনের ভেতরে এক শান্ত কোণ।
সেই কোণে জন্ম নিত কত চরিত্র,
কত অচেনা গল্পের নতুন মানবতা।

বই ছিল না শুধু অক্ষর আর কাগজ,
সে ছিল আমার প্রথম ভালোবাসা।
বই পড়া ছিল আমার প্রথম প্রেম,
আর সেই প্রেম আজও আমায় বাঁচায়-
আমার বেঁচে থাকার এক ভরসা।

আড়ালে থেকে দেখা

আড়ালে থেকেই দেখেছি আমি,
শহরের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া একাকী মুখ।
সবার হাসির আড়ালে লুকিয়ে থাকা
এক নীরব কান্না, এক বিষাদের সুখ।

আড়ালে থেকেই দেখেছি আমি,
সেই মানুষটাকে যে হাসে প্রতিদিন।
কিন্তু তার চোখের গভীরে আছে
এক হারিয়ে যাওয়া গল্পের ঋণ।

আড়ালে থেকেই দেখেছি আমি,
সেই বাড়িটাকে যার দেয়াল ভেঙেছে।
তার ভেতরে আছে পুরোনো স্মৃতির ভিড়,
যেখানে ভালোবাসা আর স্বপ্ন মিশেছে।

আড়ালে থেকেই তো দেখা যায় আসল ছবি,
মানুষের মনের ভেতরের লুকানো কথা।
আড়ালে থেকেই তো শেখা যায় জীবন,
আর অনুভব করা যায় তার নীরব নীরবতা।

তোমার চোখে আমি বিষ

তোমার চোখে আমি এক বিষাক্ত নদী,
যার জল ছুঁলে সব ভালোবাসা মরে।
আমি যেন এক পোড়া মাটি,
যেখানে কোনো সবুজ আর জন্ম নেয় না।

তোমার চোখে আমি এক পুরোনো ইতিহাস,
যা তুমি প্রতিদিন মুছে ফেলতে চাও।
আমি এক ব্যর্থ চেষ্টা, এক ভাঙা স্বপ্ন,
যা তুমি আর ফিরে পেতে চাও না।

তোমার চোখে আমি এক নীরব অপরাধ,
যার শাস্তি তুমি আজও খুঁজে বেড়াও।
আমি এক ভুল সিদ্ধান্ত, এক ভুল সকাল,
যা তুমি আর দেখতে চাও না কোনোদিন।

তবুও আমি এই বিষ নিয়েই বেঁচে আছি,
নিজের ভেতরেই খুঁজে নিই এক নতুন আলো।
তোমার চোখে আমি যাই হই না কেন,
আমি জমিয়ে রেখেছি এক হৃদয় পূর্ণ ভালোবাসা।

স্বপ্নে দেখা দেবী

স্বপ্নে দেখেছি তোমায় দেবী রূপে,
তুমি এসেছিলে এক নতুন ভোরের মতো।
তোমার চোখে ছিল না কোনো কষ্ট,
ছিল শুধু এক স্নিগ্ধ, পবিত্র আলো।

স্বপ্নে দেখেছি তোমায় শিউলি ফুলের মতো,
যা ঝরে পড়বে না নিরব রাতে।
তোমার হাসি ছিল এক অজানা সুর,
যা আমাকে বাঁচতে শেখাত প্রতি প্রাতে।

স্বপ্নে দেখেছি তোমায় এক শান্ত নদীর মতো,
যে বয়ে চলে শুধু নিজের গতিতে।
তোমার অস্তিত্ব ছিল এক গভীর শান্তি,
যা আমার মনকে ভরিয়ে দিতে অসীম তৃপ্তিতে।

তুমি তো শুধু এক মানুষ নও,
তুমি তো এক দেবী, এক স্বপ্ন।
তোমার ভালোবাসা ছিল না কোনো সীমাবদ্ধ,
তুমি তো ছিলে এক পূর্ণতা, এক পরিপূর্ণ সত্য।

যখন মনের ভেতর ঝড় ওঠে

যখন মনের ভেতর ঝড় ওঠে,
অস্থিরতার রাশ টানতে থাকে,
চুপচাপ আকাশের কোণে মেঘ জমে,
তখন নীরবতা নিজেই কাঁদতে থাকে।

চিন্তা আর বিষাদে ভরে মন,
যেন প্রতিটি নিঃশ্বাসে ভাসে অন্ধকার,
কোনো শব্দ, নেই কোনো সুর,
বাধা দেয় বাঁচতে চলা সময়ের ধার।

দিকহীন বাতাসে ধ্বংসের ছায়া,
অশান্তি আঁকা, মনের কপালে
যতটুকু দূরে যাই, ততটুকু শান্তি,,
বিস্মৃত এক স্মৃতি ফিরে ফিরে চাওয়া।

কিন্তু, ঝড় থামে কখনো এসে,
ভাঙ্গা হৃদয়ে সেজে ওঠে নতুন স্বপ্ন,
উজ্জ্বল সূর্য ওঠে, মেঘের শেষে,
তবেই মনের শান্তি ফিরে আসে।

নীরব অন্দরমহল

হে বঙ্গ, আজি এ কি দৃশ্য হেরি তব গৃহে?
প্রাচীর দণ্ডায়মান, তবু ভাঙে অন্তর,
নির্বাক চৌকাঠে কাঁদে কত না আরতি!
আলো ঝলমলে কক্ষে, হাসিমাখা মুখে,
ফেরে সবে, যেন সুখী, তৃপ্ত এ সংসারে;
কিন্তু নেহারিলে আঁখি, সেথা ছায়া গভীর,
যেন প্রেতাত্মা কোন ফিরিছে নিরালায়।

ফেসবুকে শত বন্ধু, গৃহে তবু একা,
সন্তান অন্য গ্রহে, বৃদ্ধ পিতামাতা
পুরাণো ছবির মতো দেয়ালে আটকানো।
কথারা হারায়ে পথ, ফেরে না আর মুখে,
শুধু টিভি-সিরিয়াল করে কোলাহল।

একি তবে সেই বঙ্গ, যার উচ্চরবে
একদা কাঁপিত বিশ্ব? হায়, এ কি দৈব-লেখা!
নীরবতার এই ফাঁদে, তিলে তিলে ক্ষয়িছে
বাঙালির সেই আত্মা, সে তেজ, সে মহিমা।

চাহিতে জানিনা আমি

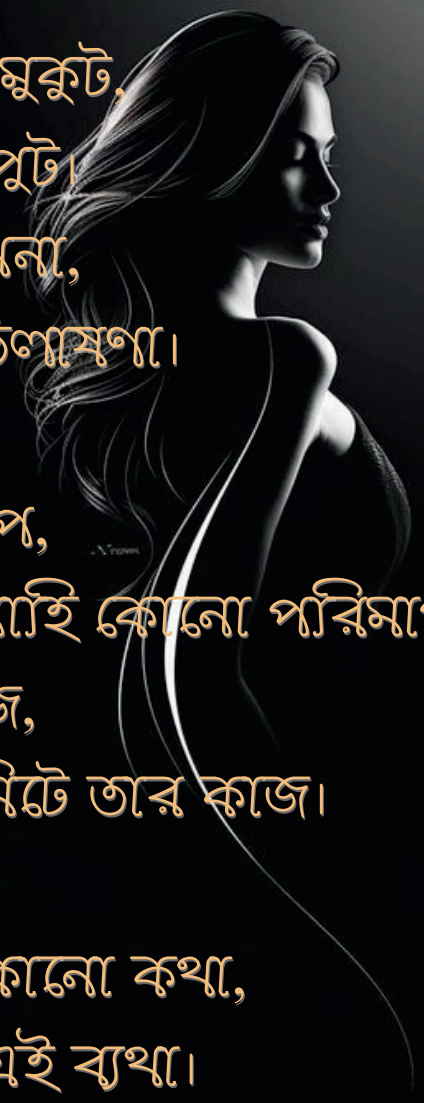

নাহি চাহি মান, নাহি চাহি যশের মুকুট,
দাও মোরে শুধু তব আঁখির করুণাপুট।
ক্ষীণ মতি এই জনে করিও না ভর্ৎসনা,
অন্তরে নাহি মম সেই দুরাশা, অভিলাষণা।

আমি চাহি যবে, করি যে শুধুই পাপ,
চাহিবার নাহি যে কোনো সুমতি, নাহি কোনো পরিমাপ।
কত যুগ ধরি চাহে এ বাঙালি সমাজে,
তবু নাহি মিটে তার আশা, নাহি মিটে তার কাজে।

আজি তাই চাইব না, কহিবো না কোনো কথা,
শুধুমাত্র তব পদতলে রেখে যাবো এই ব্যথা।
নহে আমি রাজভৃত্য, নহে আমি দাস,
নহে কোন বীর পুরুষ, নেই কোন অভিলাষ।

আমি এক সাধারণ বাঙালি, যার আছে শুধু ক্ষুধা,
ক্ষুধার্তে মনের ক্ষুধা, নহে কোনো বস্তু ক্ষুধা।
দাও মোরে শুধু তব হাসি, দাও মোরে শুধু তব জ্ঞান,
নাহি চাহি কোনো মান, নাহি চাহি কোনো সম্মান।

কি হবে বল ডিগ্রিধারি হয়ে?

কি হবে বল ডিগ্রিধারি হয়ে? নাহি যদি থাকে জ্ঞান,
মিথ্যে এ বিদ্যার ভারে, রবে শুধু অভিমান।
শতাব্দীর পর শতাব্দী বাঙালি শুধু চাহে,
উচ্চশিক্ষা, উচ্চপদ, কিন্তু প্রকৃত বিদ্যা নাহি পায়ে।

বইয়ের পাতায় যে জ্ঞান, তা কেবল অক্ষরের খেলা,
মনুষ্যত্ব আর মানবিকতার অভাবে, এ জীবন বৃথা বেলা।
ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, কত যে উপাধি নাম,
কিন্তু পরোপকার নাহি, নাহি কোনো মহৎ কাম।

মিথ্যা এ ডিগ্রির মালা, গলায় পরিয়া কত সুখ,
অন্তরে নাহি কোনো শান্তি, নাহি কোনো সত্যের মুখ।
কবে হবে সেই সকাল, যখন শিক্ষা হবে জীবন,
যখন ডিগ্রির চেয়ে মূল্য পাবে মনুষ্যত্বের ধন।

তবেই হবে সার্থক, তবেই হবে বাঙালির গর্ব,
নচেৎ এই জ্ঞান বৃথা, এই ডিগ্রী বৃথা, এ জীবন শুধু পর্ব।

ভাঙিতে সংসার

নাহি প্রয়োজন নাহি কোলাহল, নাহি কোনো রোষ,
একাকী নারী সে পারে করিতে সংসারের বিনাশ।
নয় সে দুর্বল, নয় সে অসহায়, নহে কোনো ভীরু,
ভাঙিয়া দিতে পারে সে শত শত পর্বত, শত শত মরু।

যদি সে চাহে তবে সংসারে আর না রহে,
শুধু এক পলকে সব ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়।

নহে সে মাতা, নহে সে ভগিনী, নহে সে কোনো প্রিয়া,
যদি তার ক্রোধ জাগে, ভাঙিতে পারে সব, প্রলয়ের দিয়া।

ভেঙে যায় শত বছরের গড়া এ সমাজের স্তম্ভ,
ভাঙিয়া দেয় শত শত মানুষের মনের দম্ভ।

নহে সে দেবী, নহে সে অসুর, শুধু এক মানব,
কিন্তু তাহার মাঝে ঘুমায়ে আছে শত শত দানব।
যদি সে জাগে তবে সব কিছু হয় যে ছারখার,
ভাঙিয়া দেয় সংসার, ভাঙিয়া দেয় নিজে গড়া পরিবার।

ভালোবাসা চাহিতে লাজে মরি

আমি যে বাঙালি, লাজে মরি,
ভালোবাসা চাহিতে,
ভয়ে ভয়ে কাটে দিন,
ভালোবাসা না পাইতে।

লজ্জা আমায় ঘিরে ধরে,
না পারি মুখে কিছু বলিতে,
মনে যে ভালোবাসা,
তা রয়ে যায় হৃদয়েতে।

না পারি ভালোবাসিতে, না পারি ভালোবাসাইতে,
এই লাজে মরি, এই ভয়ে কাটে দিন, এই ভয়েতে।

কত শত ভালোবাসা দেখি,
কত শত ভালোবাসা পায়,
কিন্তু আমার ভালোবাসা,
রয়ে যায় হৃদয়ের গভীরে রয়ে যায়।
আমি যে বাঙালি,
লাজে মরি, ভালোবাসা চাহিতে,
ভয়ে ভয়ে কাটে দিন,
পারি না আর সহিতে।

ওগো মোর দয়াময়

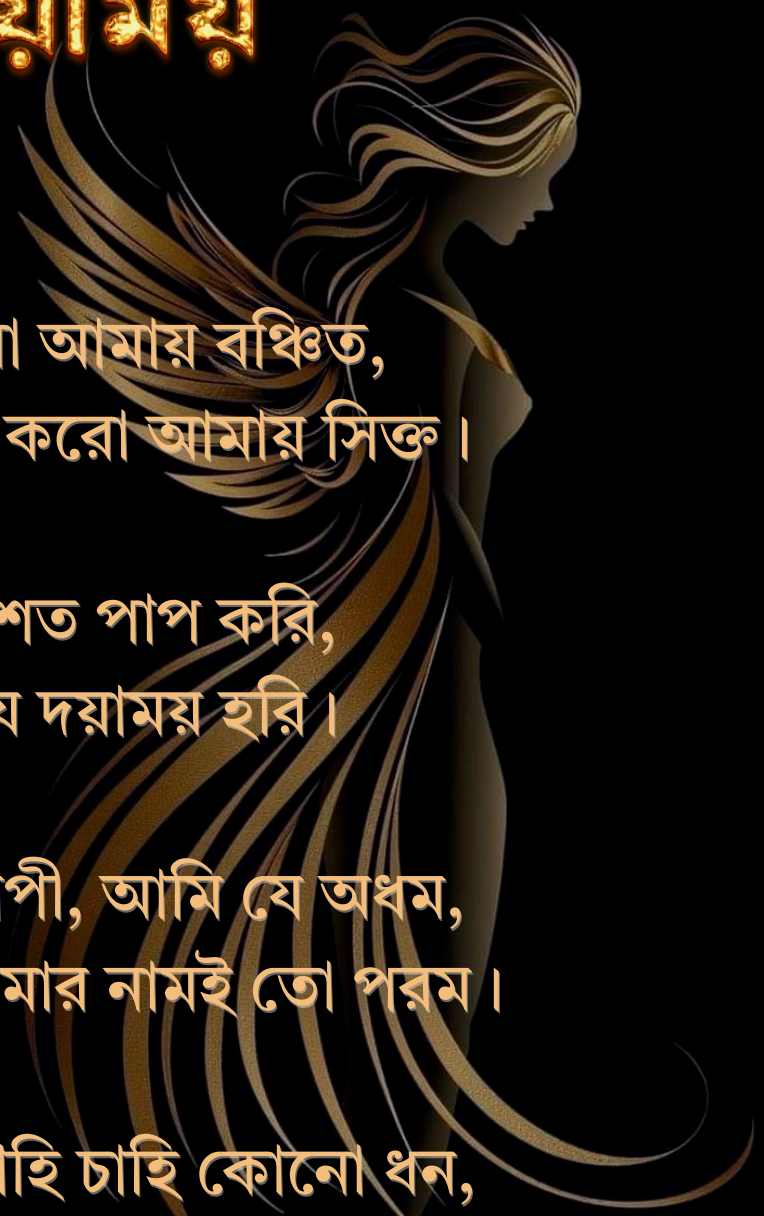

ওগো মোর দয়াময়, করো না আমায় বঞ্চিত,
তোমার করুণার বারিধারায় করো আমায় সিক্ত।

কত শত পাপ করেছি, কত শত পাপ করি,
তবু তুমি যে দয়াময়, তুমি যে দয়াময় হরি।

আমি যে পাপী, আমি যে তাপী, আমি যে অধম,
তবু তোমার চরণ তলে, তোমার নামই তো পরম।

নাহি চাহি রাজ সিংহাসন, নাহি চাহি কোনো ধন,
শুধু চাহি তোমার চরণ তলে একটু স্থান, একটু মরণ।

নাহি জানি কোনো শাস্ত্র, নাহি জানি কোনো মন্ত্র,
শুধু জানি তোমার নাম, তোমারই নাম, তোমারই তন্ত্র।

ওগো মোর দয়াময়, করো না আমায় বঞ্চিত,
তোমার করুণার বারিধারায় করো আমায় সিক্ত।

নবুর কলমে

ই-বুক